অর্থনৈতিক ভূগোল
ও
সম্পদশাস্ত্রের পরিচয়

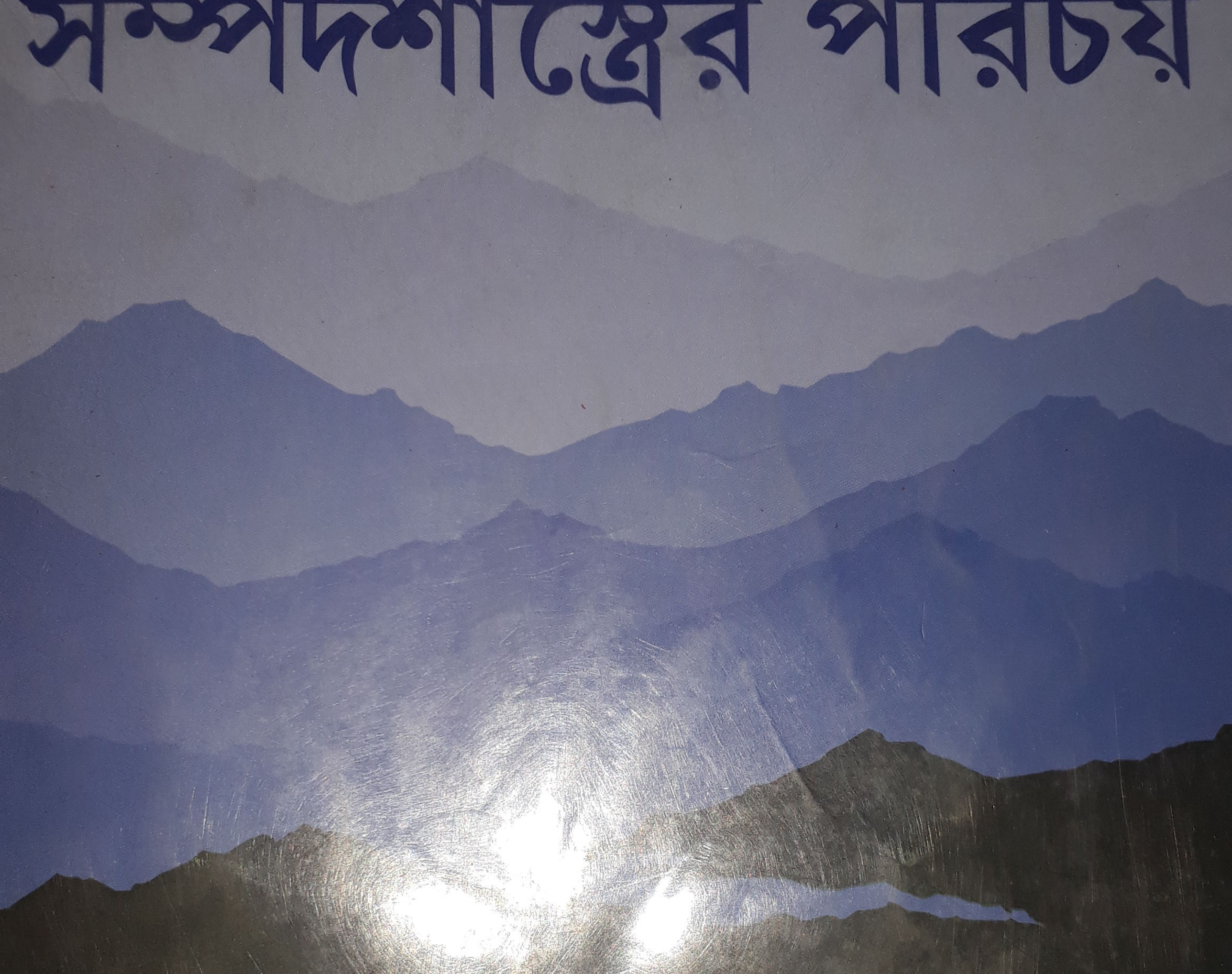

অনীশ চট্টোপাধ্যায়

টি ডি পাবলিকেশন্স

2.15 GEO-A-CC-4-08-TH – Economic Geography ✧ 60 Marks / 4 Credits

Unit I: Concepts

C
1. Meaning and approaches to economic geography [4]
2. Concepts in economic geography: Goods and services, production, exchange and consumption [6]

F
3. Concept of economic man, theories of choices [6]
4. Economic distance and transport costs [4]

Unit II: Economic Activities

A (BP)
5. Concept and classification of economic activities [4]
6. Factors affecting location of economic activity with special reference to agriculture (von Thünen), and industry (Weber) [6]
7. Primary activities: Agriculture, forestry, fishing and mining [6]
8. Secondary activities: Classification of manufacturing, concept of manufacturing regions, special economic zones and technology parks [6]

B
9. Tertiary activities: Transport, trade and services [6]
10. Transnational sea-routes, railways and highways with reference to India [4]
11. International trade and economic blocs [4]
12. WTO and BRICS: Evolution, structure and functions [4]

◆ **রেলপথ ঃ** রেলপথের দৈর্ঘ্য অনুসারে ভারত এশিয়ার মধ্যে প্রথম এবং পৃথিবীতে চতুর্থ। ভারতীয় রেলপথ মোট ষোলটি অঞ্চলে বিভক্ত, যেমন—

(১) **পূর্ব রেলপথ (E.R.) ঃ** সদর দপ্তর কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ এই রেলপথের অন্তর্গত। কলকাতা, আসানসোল, রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, বার্নপুর প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রগুলিতে কাঁচামাল এবং ওই স্থানগুলি থেকে উৎপাদিত সামগ্রী পরিবহনের জন্য পূর্ব রেলপথের প্রধান ব্যবহার। কয়লা, আকরিক লোহা, সার, পাট, চাল, চিনি, চা প্রভৃতি এই রেলপথের প্রধান পরিবাহিত পণ্য।

(২) **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ (S.E.R.) ঃ** সদর দপ্তর কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। ভারতের তিনটি লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র যেমন, জামশেদপুর, রাউরকেলা ও ভিলাই; একটি পেট্রো-রসায়ন কেন্দ্র (হলদিয়া); একটি জাহাজ-নির্মাণ কেন্দ্র (বিশাখাপত্তনম) ও তিনটি বন্দর (হলদিয়া, পারাদ্বীপ ও বিশাখাপত্তনম) এই রেলপথের মাধ্যমে সংযুক্ত। আকরিক লোহা, কয়লা, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, চাল, লাক্ষা প্রভৃতি পণ্য এই রেলপথের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়।

(৩) **উত্তর-পূর্ব রেলপথ (N.E.R.) ঃ** সদর দপ্তর গোরখপুর। উত্তরপ্রদেশ ও উত্তর বিহার-এর কিছু অংশ নিয়ে উত্তর-পূর্ব রেলপথের বিস্তৃতি। উত্তর ভারতের আখ ও চিনি উৎপাদক অঞ্চল এই রেলপথের অন্তর্গত। স্বভাবতই আখ, চিনি ও অন্যান্য কৃষিপণ্য যেমন— চাল, তুলা, গম ইত্যাদি সামগ্রী পরিবহনের জন্য উত্তর-পূর্ব রেলপথ ব্যবহার করা হয়।

(৪) **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (NEFR) ঃ** সদর দপ্তর মালিগাঁও, গুয়াহাটি। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ, অসম ও ত্রিপুরা সীমান্ত এই রেলপথের দ্বারা যুক্ত হয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও অসমের চা, অসমের খনিজ তেল ও কাঠ এবং অন্যান্য জিনিসের মধ্যে কমলালেবু, কয়লা, বেত প্রভৃতি সামগ্রী এই রেলপথের প্রধান সরবরাহযোগ্য পণ্যসম্ভার।

(৫) **উত্তর রেলপথ (NR) ঃ** সদর দপ্তর নতুন দিল্লি। উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লি, রাজস্থান এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য উত্তর রেলপথ পরিসেবার অন্তর্গত। প্রধানত কার্পাস, চিনি, গম, পশম, চর্ম, লবণ, তৈলবীজ ইত্যাদি এই রেলপথের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়।

(৬) **দক্ষিণ রেলপথ (S.R.) ঃ** সদর দপ্তর চেন্নাই। তামিলনাড়ু, কেরালা ও কর্ণাটকের শিল্পাঞ্চলগুলির পণ্য সরবরাহের মূল দায়িত্ব রয়েছে দক্ষিণ রেলপথের উপর। আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ইস্পাত, কফি, রবার, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতি আলোচ্য রেলপথের প্রধান পরিবাহিত পণ্যসম্পদ।

(৭) **দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ (S.C.R.) ঃ** সদর দপ্তর সেকেন্দ্রাবাদ। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও গোয়া এই রেলপথের অন্তর্গত। কার্পাস, কার্পাসজাত বস্ত্র, সুতা, তৈলবীজ, তামাক, চিনাবাদাম প্রভৃতি এই রেলপথের মাধ্যমে চলাচলকারী প্রধান পণ্য।

এ ছাড়া দেশের অন্যান্য রেলপথগুলি হল—

(৮) **মধ্য রেলপথ (C.R.) ঃ** সদর দপ্তর CST মুম্বাই।

(৯) **পশ্চিম রেলপথ (W.R.) ঃ** সদর দপ্তর চার্চগেট, মুম্বাই।

(১০) **পূর্ব-মধ্য রেলপথ (E.C.R.) ঃ** সদর দপ্তর হাজিপুর।

(১১) **পূর্ব উপকূলীয় রেলপথ (E.C.O.R.) ঃ** সদর দপ্তর ভুবনেশ্বর।

(১২) **উত্তর-মধ্য রেলপথ (N.C.R.) ঃ** সদর দপ্তর এলাহাবাদ।

(১৩) **উত্তর-পশ্চিম রেলপথ (N.W.R.) ঃ** সদর দপ্তর জয়পুর।

(১৪) **দক্ষিণ-পূর্ব-মধ্য রেলপথ (S.E.C.R.)** ঃ সদর দপ্তর বিলাসপুর।

(১৫) **দক্ষিণ-পশ্চিম রেলপথ (S.W.R.)** ঃ সদর দপ্তর হুবলি।

(১৬) **পশ্চিম-মধ্য রেলপথ (W.C.)** ঃ সদর দপ্তর জব্বলপুর।

◆ **অভ্যন্তরীণ জলপথ** ঃ দেশের অভ্যন্তরীণ জলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪,১৫০ কিমি.। উত্তর ভারতে গঙ্গা, উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্রহ্মপুত্র এবং দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা, তাপ্তী ও পেন্নার এবং এদের অধিকাংশ উপনদীগুলি পণ্য পরিবহনের উপযোগী।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে গঙ্গার জলধারা বাণিজ্যপথ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রধানত কৃষিজাত পণ্য চলাচলের জন্যই এই সুনাব্য নদীপথের ব্যবহার।

উত্তর-পূর্ব ভারতে, বিশেষত অসম অঞ্চলের চা, কাঠ, বেত এবং অন্যান্য পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এই নদীপথে ডিব্রুগড় পর্যন্ত মাল পরিবহনের সুযোগ আছে।

দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে জালিকার ন্যায় বিস্তৃত শাখানদীগুলি বরাবর পণ্য চলাচলের ইতিহাস অতি প্রাচীন। তবে পলি সঞ্চয়ের প্রকোপে এই নদীপথগুলির নাব্যতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সুলভ পরিবহনের উপযোগী এই জলপথগুলির সংস্কার ও সংরক্ষণ জরুরি। কেরালার উপকূল-বরাবর নৌ-পরিবহনের বন্দোবস্ত আছে।

◆ **উপকূলীয় জলপথ**ঃ ভারতের উপকূল-বরাবর পণ্যদ্রব্য চলাচলের জন্য একাধিক বন্দর গড়ে তোলা হয়েছে। কলকাতা, হলদিয়া, পারাদ্বীপ, বিশাখাপত্তনম, মাদ্রাজ, কোচিন, বোম্বাই, কান্দলা প্রভৃতি বড়ো বন্দরগুলি ছাড়াও ওখা, পোরবন্দর, সুরাট, মার্মাগাঁও, মাঙ্গালোর, কোজিকোড, কুইলন, ত্রিবান্দ্রম, তুতিকোরিন, নেগাপত্তম, করিকল, পণ্ডিচেরি প্রভৃতি পোতাশ্রয়ের মাধ্যমে কৃষি, খনি ও শিল্পজাত পণ্য পরিবহন করা হয়।

◆ **বিমানপথ** ঃ প্রধানত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাত্রী পরিবহন ও ডাক-ব্যবস্থার কাজে ভারতের বিমান পরিসেবার ক্ষেত্রটি বিস্তৃত। ভারতে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে বিমানপথের প্রভাব নেই বললেই চলে।

◆ **পাইপলাইন** ঃ ভারতে পাইপলাইনের মোট দৈর্ঘ্য ৬,৫৩৫ কিমি.। খনিজ তেল ও খনিজ তৈলজাত সামগ্রী পরিবহনের জন্য এই পাইপলাইনগুলি ব্যবহার করা হয়। দেশের খনিজ তেল উৎপাদক অঞ্চল ও তৈল শোধনাগারগুলি পাইপলাইনের মাধ্যমে যুক্ত। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ডিগবয়-তিনসুকিয়া; নাহারকাটিয়া-গুয়াহাটি-বারাউনি; বারাউনি-হলদিয়া; বারাউনি-কানপুর ও গুয়াহাটি-শিলিগুড়ি পাইপলাইনগুলি ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া, পশ্চিম ভারতের তৈলক্ষেত্রগুলিকে সংযুক্ত করার জন্যও কিছু পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়ালি-আমেদাবাদ ; কয়ালি-আঙ্কলেশ্বর; কয়ালি-কালোল; মথুরা-আঙ্কলেশ্বর প্রভৃতি পাইপলাইন উল্লেখযোগ্য।

◆ **রজ্জুপথ বা রোপওয়ে** ঃ কয়লাখনি, চা-বাগান ও হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে পণ্য পরিবহনের কাজে রজ্জুপথ ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে সহজে মালপত্র আদান-প্রদান করা যায়। বিহারের ঝরিয়া কয়লাখনিতে দামোদর নদ থেকে বালি পরিবহনের জন্য দীর্ঘ ৩০ কিমি. ব্যাপী একটি রজ্জুপথের সাহায্য নেওয়া হয়। কয়লাখনির ফাঁকা খাদ ভরাট করার কাজে এই বালি ব্যবহার করা হয়। দার্জিলিং-এর পাহাড়ি অঞ্চলে কিছু রজ্জুপথ আছে, যেমন— দার্জিলিং-বিজনবাড়ি; দার্জিলিং-সিংথাম; মোন্ডাকোটি-ধোজিয়া; রিংটিং-বালাসন; দার্জিলিং-সিংলা বাজার ইত্যাদি।

১৭.৪ বিমা *(Insurance)*

বিমা বলতে কোনো অনিশ্চিত ঘটনার দরুন ক্ষতি এবং লোকসানের ঝুঁকি কমানোর জন্য নিজের, পরিবারের, উৎপাদিত সামগ্রীর, শিল্প প্রতিষ্ঠানের বা ব্যাবসায়িক সংস্থার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উপায়কে বোঝায়।

ও নাব্য জলধারা পণ্য পরিবহনের উপযোগী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে এই জলপথগুলির সাহায্যে প্রায় ২০ শতাংশ পণ্য চলাচল করলেও বিপ্লবোত্তর পর্বে জলপথ বরাবর পণ্য আদান-প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ভল্গা নদীর উত্তর অববাহিকা অঞ্চল অত্যন্ত শিল্পসমৃদ্ধ। ফলে সুলভ জলপরিবহনের জন্য উত্তরে লেনিনগ্রাড থেকে দক্ষিণে কাস্পিয়ান সাগর ও পশ্চিমে মস্কো থেকে পূর্বে মলোটভ (Molotov) পর্যন্ত এই নদীপথ ব্যবহৃত হয়। মস্কো খাল; লেনিনগ্রাড-ভল্গা-ডন খাল, ভল্গা-বাল্টিক খাল; ভল্গা-আজভ সাগর খাল; ভল্গা-কৃষ্ণসাগর খাল ও সীনা (Dvina)-বলটুস্কি (Baltusky) খাল প্রভৃতি জলপথের সাহায্যে মস্কো-গোর্কি-পার্ম-উফা (Ufa)-সারাটভ-ভলগোগ্রাড-রোস্টভ অন ডন (Rostov on Don) অস্ট্রাখান (Astrakhan) প্রভৃতি শহরের মধ্যে পণ্য পরিবহনের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। যেমন— এই জলপথের সাহায্যে নোভোসিবিরস্ক থেকে লেনিনগ্রাড ও আরখানজেলস্ক-এর মধ্যে সিঙ্গেমন্ট; ওডেসা থেকে আরখানজেলস্ক-এর মধ্যে সিঙ্গেমন্ট; ওডেসা থেকে আরখানজেলস্ক অভিমুখে চিনি; বাকু এবং অস্ট্রাখানের মধ্যে খনিজ তেল এবং কয়লা, লোহা, লবণ, মাছ, শস্য প্রভৃতি পণ্য সরবরাহ করা সহজ হয়েছে।

এ ছাড়া, ইউক্রেনের গম, ডনেৎস অঞ্চলের কয়লা ও শিল্প সামগ্রী, ককেশাস তৈলক্ষেত্র থেকে খনিজ তেল ও অন্যান্য উপকরণ পরিবহনের জন্য সি.আই.এস.-এর অন্তর্দেশীয় জলপথের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওব, ইনিসি, লেনা প্রভৃতি নদীপথ নাব্য হলেও শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে ওই তিন অববাহিকা অঞ্চল অনগ্রসর হওয়ার জন্য পরিবহন ক্ষেত্রে আলোচ্য নদীগুলির উপযোগিতা সীমিতো।

◆ **বিমানপথ ঃ** যাত্রী পরিবহনের জন্য বিমানপথের কার্যকারিতা থাকলেও কৃষি ও শিল্পজাত সম্পদ চলাচলের ক্ষেত্রে এই ব্যয়বহুল পরিবহন মাধ্যমের বিশেষ উপযোগিতা নেই।

১৭.৩.২০ ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা (Transport System in India)

পৃথিবীর বিকাশশীল দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ এবং কৃষি ও শিল্প- ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রণী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতে পরিবহনের তাৎপর্য অপরিসীম।

◆ **সড়কপথ ঃ** ভারতে সড়কপথের মোট দৈর্ঘ্য ১৬·২ লক্ষ কিমি.। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত দীর্ঘ সড়কপথ নেই। এই বিশাল সড়কপথের ৭·৫ লক্ষ কিমি. পিচ ঢালা পাকা রাস্তা এবং বাকি ৮.৭ লক্ষ কিমি কাঁচা পথ।

ভারতে সড়কপথকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— (১) জাতীয় সড়কপথ (National Highway)—NH); (২) প্রাদেশিক রাজ্য বা সড়কপথ (State Highways); (৩) জেলা সড়কপথ (District Roads); (৪) গ্রামীণ পথ (Village Roads)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতের প্রতিটি বন্দর ও শিল্পাঞ্চলই সড়কপথে যুক্ত।